যুগান্তর

তারিখ .... 2 FEB 2012
পৃষ্ঠা ...2... কলাম ...6...

এসএসসির প্রথম দিনে ১১ শিক্ষকসহ ৪৯ জন বহিষ্কার

পুরনো প্রশ্নপত্র দিয়ে আধা ঘণ্টা পর ফেরত

যুগান্তর রিপোর্ট

বুধবার সারাদেশে এসএসসি, দাখিল ও এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষা শুরু হয়েছে। প্রথম দিনে সারাদেশে ৩৮ শিক্ষার্থী এবং ১১ জন শিক্ষক বহিষ্কার হয়েছেন। বহিষ্কৃত শিক্ষকদের মধ্যে ৯ জনকেই পুলিশ গ্রেফতার করেছে। সারাদেশে এদিন অনুপস্থিত ছিল ৭ হাজার ৩৪৫ জন। পরীক্ষাকে ঘিরে প্রায় সারাদেশেই কম-বেশি অঘটন ঘটেছে। ঢাকার ডেমরাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্র বিনিময়ের মাধ্যমে পরীক্ষা নেয়ার খবর পাওয়া গেছে। সবচেয়ে বড় অঘটন ঘটেছে নতুন-পুরনো সিলেবাসে পরীক্ষা

বহিষ্কার : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬

বহিষ্কার : প্রথম দিনে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নেয়া নিয়ে। কোথাও পুরনো সিলেবাসের পরীক্ষার্থীদের নতুন সিলেবাসে, আবার কোথাও নতুন সিলেবাসের পরীক্ষার্থীদের পুরনো সিলেবাসে পরীক্ষা নেয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। কুমিল্লা, কুড়িগ্রামের রৌমারী, টাঙ্গাইলের মির্জাপুর, নারায়ণগঞ্জসহ বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। কুমিল্লা জেলার বরুড়ার বড়াইছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ে ২০১১ সালের প্রশ্নে পরীক্ষা নেয়ার ঘটনায় সড়কে বিক্ষোভ হয়। বিক্ষুব্ধরা কুমিল্লা-বরুড়া সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এ ঘটনায় কেন্দ্র সচিবকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষা বোর্ড ও জেলা প্রশাসন পৃথক ২টি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। রৌমারীতে পুরনো সিলেবাসের ১৪৫ শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নতুন সিলেবাসে নেয়া হয়। একই ঘটনা ঘটেছে ভোলার সদর ও লালমোহন এবং রংপুরের পুলিশ লাইন স্কুলে। কুড়িগ্রামে আবার ঘটেছে উল্টো। সেখানে পুরনো সিলেবাসের শিক্ষার্থীদের নতুন সিলেবাসের প্রশ্ন দেয়া হয়। একই ভুল টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে প্রায় ৩০ মিনিট পর ধরা পড়লে তা তুলে নেয়া হয়। এর বাইরে ধামরাই ও টঙ্গীতে পরীক্ষা শেষ হওয়ার আগেই খাতা তুলে নেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। সুনামগঞ্জের দোয়ারাবাজারে প্রশ্ন গেছে, কিন্তু তাতে ছাপা ছিল না।

এদিকে নকলে সহায়তার দায়ে শেরপুরের একটি স্কুল থেকে তোফাজ্জল হোসেন নামে এক শিক্ষককে বহিষ্কার করা হয়েছে। ভোলার চরফ্যাশনে বিভিন্ন কেন্দ্রে নকলের হাট বসে। এ ঘটনায় সেখানে একটি কেন্দ্রের সুপারসহ ৬ শিক্ষককে আটক করা হয়। এছাড়া ওই কেন্দ্রে ৮ জনকে বহিষ্কার করা হয়। ফরিদপুরের ভাঙ্গায় দায়িত্বে অবহেলা ও নকলে সহায়তার দায়ে দুই শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এদিকে একশ্রেণীর প্রধান শিক্ষক ও মাদ্রাসা প্রধানের কারণে সারাদেশে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি। এর মধ্যে রাজধানীর নাখালপাড়ার হোসেন আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের ২ ছাত্রীকে (রেহানা আক্তার ও আয়াতুন নাঈম স্বর্ণা) স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রবেশপত্র না দিতে পারায় তারা পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি। এ কারণে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ায় তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পর থেকে স্কুলের প্রধান শিক্ষক শেখ আসাদুল হক পলাতক রয়েছেন। তাদের অভিভাবকরা জানান, রেজিস্ট্রেশন ও পরীক্ষার ফরম পূরণের জন্য স্কুলে টাকা জমা দিলেও পরীক্ষার আগের দিন পর্যন্ত নানা টালবাহানায় তিন ছাত্রীকে প্রবেশপত্র দেয়নি স্কুল কর্তৃপক্ষ। পরীক্ষার দিন তারা পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে চাইলে প্রথমে তাদের প্রবেশ করতে দেয়া না হলেও কেন্দ্র পরিদর্শক এবং ম্যাজিস্ট্রেট তাদের বিশেষ ব্যবস্থায় পরীক্ষা নেয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু পরীক্ষার খাতা ও প্রশ্নপত্র না থাকায় তাদের ১ ঘণ্টা পর কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া হলে তারা স্কুল গেটের সামনে এসেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তাদের অপর ছাত্রী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় ১১ শিক্ষার্থী একইভাবে পরীক্ষা দিতে পারেনি। একই ঘটনা ঘটেছে নরসিংদীর পলাশ থানার পারুলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে। সেখানে রুনু বেগম নামে এক ছাত্রী পরীক্ষা দিতে পারেনি।

প্রথম দিন বাংলা বিষয়ে পরীক্ষা ছিল। এদিন সাধারণ আটটি বোর্ডে অনুপস্থিত ছিল ৩ হাজার ৩২৭ জন, মাদ্রাসা বোর্ডে ৩ হাজার ৩৯০ জন ও কারিগরি বোর্ডে ৬২৮ জন। বহিষ্কার হয়েছে ৩৮ শিক্ষার্থী। এর মধ্যে আট বোর্ডে ৬ জন, মাদ্রাসা বোর্ডে ২৫ জন এবং ১০ জন শিক্ষক এবং কারিগরি বোর্ডে ৭ জন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে জানানো হয়, অনুপস্থিতদের মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ১ হাজার ৪০ জন, কুমিল্লা বোর্ডে ৪২৩, যশোর বোর্ডে ৪৯৭, রাজশাহী বোর্ডে ৫৬০, চট্টগ্রাম বোর্ডে ২২৫, সিলেট বোর্ডে ১০৮, বরিশাল বোর্ডে ১৩৭ জন এবং দিনাজপুর বোর্ডে ৩৩৭ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। আর বহিষ্কৃতদের মধ্যে ঢাকা বোর্ডে ১ জন, যশোর, রাজশাহী ও দিনাজপুর বোর্ডে ১ জন করে পরীক্ষার্থী রয়েছে। চট্টগ্রাম বোর্ডে ২ জন বহিষ্কার হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ পরীক্ষার প্রথম দিন ঢাকা মহানগরীর ধানমণ্ডি গভ. বয়েজ হাই স্কুল কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান উর রশিদ, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবুল কাসেম, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ আবদুন নূর প্রমুখ মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন।